প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

প্রথম দিনে অনুপস্থিত দেড় লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গতকাল বুধবার শুরু হয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনীতে প্রথম দিনেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। 'ফাঁস' হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নের অধিকাংশই মিলেছে।

আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দিনাজপুরে একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক ও সাতক্ষীরায় চার তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ নাকচ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। সাজেশন থেকে হয়তো কিছু কিছু প্রশ্ন মিলতে পারে। অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করে তিনি বলেন, শিশু বয়সে সন্তানদের অনৈতিক ও দুর্নীতির মতো কাজে উৎসাহিত করবেন না।

গতকাল ছিল পণিত বিষয়ের পরীক্ষা। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি মিলিয়ে অনুপস্থিত ছিল এক লাখ ৬০ হাজার ৭৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রাথমিকে এক লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জন ও ইবতেদায়িতে ৪৬ হাজার ৫৬৮ জন। এ ছাড়া প্রাথমিকে একজন ও ইবতেদায়িতে দুজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। পরীক্ষা দেখতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন ও প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন রাজধানীর কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

প্রথম আলোর **দিনাজপুর অফিস** জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে 'মাসুদ একাডেমি' নামের স্থানীয় একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবদুল কাদের জিলানী জানান, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দিনাজপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রহমান বলেন, সকাল সাড়ে নয়টায় তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এম জি এম সারোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে ওই কোচিং সেন্টারে গিয়ে পরিচালক মাসুদ রানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। পরে একজন অভিভাবকের মাধ্যমে কোচিং সেন্টার থেকে সরবরাহ করা হাতে লেখা একটি প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করা হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, ওই প্রশ্নপত্র নিয়ে তাঁরা একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে কোচিং সেন্টার থেকে সরবরাহ করা প্রশ্নের মিল পান।

পঞ্চগড় প্রতিনিধি জানান, পঞ্চগড়ে গণিত প্রশ্নপত্রের ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বরের প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার হাতে লেখা আটটি প্রশ্ন গোপনে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকায় অভিভাবকদের কাছে বিক্রি করা হয়।

তবে প্রশ্নপত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইয়ামিন হোসেন বলেন, পঞ্চগড় থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই।

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সাতক্ষীরায় চার তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টায় সাতক্ষীরা শহরের পুরাতন সাতক্ষীরা বাজারের একটি ফটোস্ট্যাটের দোকান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বালুইগাছা গ্রামের সাইদুল ইসলাম, রামেরডাঙ্গা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় হাওলাদার, আশাশুনি উপজেলার ফটিকখালী গ্রামের প্রভাত সরকার ও টিকেট গ্রামের রঞ্জন হাওলাদার।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এনামুল হক জানান, গতকাল বুধবার পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল করা উত্তরপত্রের যাচাই শেষে মিল পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহ অফিস জানায়, মঙ্গলবার রাতে ও গতকাল সকালে মুঠোফোনের খুদে বার্তায় অনেকেই প্রশ্ন পেয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিবপদ দে বলেন, এ রকম কোনো অভিযোগ তাঁরা পাননি।